যুগান্তর

তারিখ : 10 FEB ২৬ ২০০৯
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়াদের বাংলা শেখা

কুলসুম রশীদ

বর্তমানে দেশে ইংরেজি মাধ্যমে স্কুল এবং শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এটি বেশ আশার কথা যে, নতুন প্রজন্ম ইংরেজি ভাষা শিখছে। ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা, যা শিখলে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ-জাতি, তথা গোটা বিশ্বের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

ব্রিটিশ কারিকুলামে অনেক ভাষা শেখার ব্যবস্থা থাকায় দেশের প্রায় সব স্কুলেই বাংলা বিষয়ে পাঠদান চালু রয়েছে। এটি খুবই আশার কথা, শিক্ষার্থীরা ইংরেজি শেখার পাশাপাশি মাতৃভাষা শিখছে। উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালে দেখব, তারা মাতৃভাষার প্রতি খুবই সচেতন। যদিও আমাদের মতো তাদের এত কষ্টের বিনিময়ে মাতৃভাষাকে টিকিয়ে রাখার দরকার পড়েনি। মাতৃভাষা মায়ের ভাষা, এর সঙ্গে আমাদের অস্তিত্ব জুড়ে রয়েছে। বর্তমানে ইংরেজি পড়ুয়াদের বাংলাভাষা শেখার ধরন দেখে আশাহত হতে হয়। মাতৃভাষার প্রতি তাদের অনীহা দেখে জানাতে ইচ্ছা করে— আল্লাহপাক যুগে যুগে সত্য পথ প্রদর্শন করাতে আসমানি কিতাব নাজিল করেছিলেন তার রাসূল ও নবীদের ওপর। আল্লাহপাক যে যুগে যে রাসূল ও নবী দিয়েছেন, তার মাতৃভাষার ওপরই কিতাব নাজিল করেছিলেন। এতে করে মাতৃভাষার গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের আখেরি জামানার রাসূল হজরত মুহাম্মদ (সা.) আরবিভাষী হওয়ার কারণে পবিত্র কোরআন আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে।

বর্তমানে ইংরেজি পড়ুয়াদের মাতৃভাষা বাংলা শেখার ধরন দেখলে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। বাংলা ভাষা এবং কৃষ্টির ওপর তাদের অবজ্ঞার অন্ত নেই। তারা ইংরেজি উচ্চারণে বাংলা বলার চেষ্টায় মগ্ন থাকে, তা এতই শ্রুতিকটু— যা বলার মতো নয়। তখন মনের মধ্যে একটা শব্দই ভেসে আসে 'বেংলিশ'— না বাংলা, না ইংরেজি। এদের উদ্দেশে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা না বলে পারছি না। মাইকেলও ইংরেজি মাধ্যমে পড়ে নিজেকে উন্নতির সোপানে আরোহণ করার উদ্দেশ্যে স্বদেশ, স্বজাতি এবং স্বধর্ম পরিত্যাগ করেছিলেন। খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে ইংরেজি ভাষার কাব্য রচনা করেছিলেন। সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। ইংরেজি কবিরা তাকে সুপরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, তিনি যেন নিজ মাতৃভাষায় কাব্য রচনা করেন এবং এতেই তার মঙ্গল নিহিত রয়েছে। আশাহত হয়ে দেশে ফিরে মাতৃভাষা বাংলায় 'মেঘনাদবধ' মাহাকাব্য রচনা করে বিশ্বের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। একের পর এক কাব্য রচনা করে সম্মানের শীর্ষে গিয়ে বলেছিলেন— 'হে বঙ্গ তব ভাণ্ডারে বিবিধ রতন।'

দিবস পালনে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা খুবই এগিয়ে। তারা ভাষা দিবসে সাদাকালো কাপড় পরে ভাষা শহীদদের উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দানে খুবই আগ্রহী। দিনটি কীভাবে উদ্‌যাপন করবে— তা নিয়ে তোড়জোড়ের সীমা থাকে না। শুধু ভাষা দিবসই নয়, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বাংলা নববর্ষ ইত্যাদি দিবস পালনে তারা খুব উৎসাহী। অথচ দিবসগুলো কী উদ্দেশ্যে পালিত হচ্ছে— এ প্রশ্ন করলে ভ্রু কুঁচকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে।

তবে এতসব মন্দের মধ্যেও ভালোর অস্তিত্ব রয়েছে, যা আমাদের আশান্বিত করে। ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়াদের সম্পর্কে ঢালাও মন্তব্য করা হয়তো সঠিক নয়। ঐতিহ্যবাহী পরিবার থেকে আসা শিক্ষার্থীরা ভিন্নতর হয়। ইংরেজি শেখার সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের মাতৃভাষার প্রতি খুবই যত্নশীল হয়। দেশপ্রেম তাদের হৃদয়ে বাসা বেঁধে থাকে। বিশ্বের মাঝে নিজেকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করে উন্নতির উচ্চশিখরে তারা স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়। ভাষা আন্দোলনের মাসে এ ধরনের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রত্যাশায় আমরা উন্মুখ হয়ে থাকব।

শিক্ষক, কবি ও প্রাবন্ধিক